মেহেরপুর সরকারি কলেজের উত্তর পাশে ৬ ফুট জমি ছেড়ে দেওয়ার দাবি

মেহেরপুর সরকারি কলেজের উত্তর পাশ দিয়ে ৬ ফুট রাস্থা ছেড়ে দিয়ে সীমানা প্রাচির দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পার্শবর্তি জমির মালিক ও কৃষকরা।

এ দাবি নিয়ে ৩৮ জনের স্বাক্ষর করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে একটি লিখিত আবেদন করেছেন।

লিখিত আবেদনে তারা জানান, মেহেরপুরের শিক্ষার মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের দান ও সহযোগিতায় ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজ। এখানে অনেক দানশীল ব্যক্তি জমি দান করেছেন। কলেজ ক্যাম্পাসের পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে বিশাল আবাদী মাঠ। দানশীল ব্যক্তিদের ওয়ারিশ এবং তাঁদের জমি ক্রয় সূত্রে অনেকে মালিক হয়ে আমরা চাষাবাদ করছি।

আবেদনে আরো জানান, কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্যাম্পাস ঘেরা না থাকায় কলেজের ভিতর দিয়ে কলেজ চলাকালিন সময়ের আগে পরে মাঠের চাষী হিসেবে আমরা জমি চাষাবাদ করছি এবং মাঠের ফসল ঘরে তুলেছি। বর্তমানে কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্পুর্ণ ক্যাম্পাসের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের কাজ করছেন।

কলেজ ক্যাম্পাসের সকল দিকের বাউন্ডারী ওয়াল দেওয়ায় আমরা কলেজের পূর্ব পার্শ্বের বিশাল মাঠের কৃষকবৃন্দ আবদ্ধ হয়ে পড়ছি যাহাতে মাঠের ফসল ঘরে তোলা ও চাষাবাদ করা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন । এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কলেজের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে ছয় ফুট জায়গা ছেড়ে বাউন্ডারী ওয়াল দেওয়ার দাবি জানান।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার জানান, সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ হিসেবে বিধি মেনেই আমাকে কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যে ডিজিটাল ম্যাপ হয়ে গেছে। সে মোতাবেক সীমনা প্রাচির করা হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরের সোহেল রানা বাফুফে’র রেফারি নির্বাচিত

মেহেরপুরের ইতিহাসে এই প্রথম কোন খেলোয়াড় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনর (বাফুফে) রেফারি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নাম সোহেল রানা । তিনি মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে। তিনি বাফুফের ৩য় শ্রেণীর রেফারি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।
চলতি বছরের গোড়ার দিকে বাফুফে’র অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা দিয়ে সোহেল রানা উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাফুফে’র চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত সনদপত্র দেওয়া হয় তাকে।
এদিকে সনদ পাওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সাথে দেখা করেন। এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোহেল রানাকে অভিনন্দন জানান।
এ সময় সোহেল রানা তার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর ও মেহেরপুর জেলার ফুটবলের উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুস সালাম বাঁধনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন , জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেসুর রহমান খোকন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্র লীগের সহ সভাপতি দুলাল মাহমুদ, জেলা ছাএলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুলকারনাইন বাইজিদ প্রমূখ। পরে সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

কুলপালাকে ২-১ গোলে পরাজিত করলো রাধাকান্তপুর

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ খেলায় ২-১ গোলে রাধাকান্তপুর একাদশ জয়লাভ করে। অপরদিকে অংশগ্রহণ করে চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা একাদশ।

খেলায় রাধাকান্তপুর একাদশের হয়ে ১টি করে গোল করেন দলীয় অধিনায়ক হাসনাত শাহিন ও স্ট্রাইকার শামীম। অপরদিকে কুলপালার পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন কৃষ্ণ। জাতীয় দলের খেলোয়াড় কেষ্ট ছিল মুল আকর্ষণ। এছাড়াও উভয় দলেই ছিল বহিরাগত খেলোয়াড়।

খেলার প্রথমার্ধে একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয় শাহিন। দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় গোলটি করে দলকে আরও এগিয়ে দেয় শামীম। সহজ সুযোগ বেশ কয়েকটি মিস করে কুলপালা। শেষ দিকে একটি গোল করে ২-১ গোলে পরাজিত হয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।

খেলা পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলার একসময়ের দুর্দান্ত খেলোয়াড় টিটু।

হৃদয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আগস্ট মাস নানা দিক বিবেচনায় বেদনাদায়ক মাস। বিশেষ করে ১৫ ও ২১ আগস্টের কারণে। ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন। সবচেয়ে শোকের দিন । সোনার বাংলাদেশ গড়তে হবে বঙ্গবন্ধুর দেখানো আদর্শ ও পথ ধরে। একটি সফল রাষ্ট্র গঠনে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বিকল্পনেই। বঙ্গবন্ধু প্রতিটি মুহূর্তের অনুপ্রেরণা।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসটি ২০১৮ সাল থেকে মাসব্যাপী উদযাপন হচ্ছে যা একটি সময়ের দাবি ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও বিবেচনা করায় আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস শুধু বাঙালি জাতির নয় বরং সারা বিশ্বের। বিশ্ব মানবতার এক অপূরণীয় ক্ষতি ও এক হৃদয় বিদারক ক্ষমাহীন কলঙ্কিত অধ্যায় । আমাদের শপথ হোক সব বাঁধা পেরিয়ে দুর্নীতি মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার যেমনটি চেয়েছিলেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এই শোক হবে শক্তি, এই শোক হবে জাগরণ, এই শোক হবে বঙ্গবন্ধুর চোখে স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার অসীম প্রেরণা, এই শোক হবে হার না মানা লাল-সবুজ পতাকার চিরন্তন ঠিকানা। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নয় এখন পৃথিবীর সম্পদ এবং বিশ্ব ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুন্দর পৃথিবী গড়তে যুগযুগ প্রতীক্ষার পর কিছু মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে মহান ত্যাগ আর বিসর্জন দিয়ে চলে যান।

যা ইতিহাসের পাতায় বীরত্বের প্রেরণা অনুসরণীয়-অনুকরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকে। তেমনি গৌরবের এমন কিছু অস্বাভাবিক মৃত্যু সভ্যতাকে লজ্জায়ফেলে পরাজিত করে, সীমাহীন অনুতপ্ততা, অপূরণীয় ক্ষতি আর ক্ষমাহীন ঘৃণার উদাহরণ হয়ে থাকে । এমন একটি অধ্যায় ইতিহাসের মহামানবদের একজন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

বঙ্গবন্ধু আজ শুধু ব্যক্তি দল বা দেশের নয়, একটি বিশ্বমানবতা একটি অধিকার একটি আন্দোলন একটি বিপ একটি অভ্যুত্থানের প্রতীক গোটা বিশ্বের সম্পদ, একটি ঐতিহাসিক রাজনীতির সফল প্রতিষ্ঠানের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বব্যাপী ঈর্ষণীয় এক জনপ্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন। বিশ্ব ইতিহাসে একমাত্র নেতা বঙ্গবন্ধু এই নামটির সাথে মিশে আছে জীবনের ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট হার না মানা পঁয়ত্রিশটি ছোট-বড় সংগ্রামের অমরকীর্তি গাঁথা জীবন্ত ইতিহাস শেখ মুজিবুর রহমান ।

১৫ আগস্টের সেই শিহরিত হৃদয়বিদারক শোকাহত ইতিহাসটি কি ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানতে হবে। প্রতিটি ছাত্র সমাজ যুবসমাজ সাংবাদিক সমাজ সভ্যসমাজকে এই ১৫ আগস্টের ইতিহাস অবশ্যই জানতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা স্বাধীনতার পক্ষে থাকবো, মানবতার পক্ষে থাকবো, শোষিতের পক্ষে থাকবো নাকি অধিকার হরণ শোষণ সাম্রাজ্যবাদী দুর্নীতিবাজ বিতর্কিতদের পক্ষে থাকবো?

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও তাঁর মৃত্যু নেই কেননা একটি জাতি, রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্থপতি তিনি। যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এ ভূখন্ডের আকাশ বাতাস মাটি আর মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন তিনি । বঙ্গবন্ধু একটি আদর্শের নাম মানবতার ফেরিওয়ালা। পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্তনে যে কজন মহান নেতা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যেঅন্যতম আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫সাল ১৫ আগস্ট শুক্রবার প্রথম প্রহর বাংলার আকাশে গভীর ষড়যন্ত্রের কালো মেঘ ।

বাংলাদেশের মাটিতে প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী বলে অহংকার করা পাকিস্তানি বাহিনীর অপমানজনক পরাজয় এবং অসহায় আত্মসমর্পণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান সামরিক সরকার । তাই ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তারা স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাকে আইএসআই দায়িত্বদেয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য । পৃথিবীর শাসক সম্রজ্যবাদী শক্তিগুলোর সরাসরি মদদ ছিল।

বঙ্গবন্ধুর মতো আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়নেতাকে সরিয়ে দেওয়াটা সত্যিই অসম্ভব অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু সেটাই ঘটেছিল ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট। বিশ্বের প্রভাবশালী আমেরিকা সহ জাতিসংঘ মিশনের মাধ্যমে তারা এই বাংলাকে ফিরে পেতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। সেই সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির বন্ধু নয় তিনি হয়েছিলেন

গোটা বিশ্বের শোষিত মানুষের প্রকৃত বন্ধু আর

অন্যদিকে হয়েছিলেন শোষকদের শত্রু। পরাজিত সাম্রাজ্যবাদীরা বঙ্গবন্ধুর মতো মহান এবং উদার হৃদয়ের প্রিয় মানবতাবাদি নেতাকে কখনো মেনে নিতে পারেনি।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী অপমানজনক পরাজিত পাকিস্তানের প্রতিশোধ অন্যদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কঠোর হুঁশিয়ারি সেই কিছু দুর্নীতিবাজ শিক্ষিত চক্র আর দেশীয় শত্রুদের মসনদ লোভের ঘৃণিত ষড়যন্ত্র সব মিলিয়ে বাংলার রাখাল রাজা বঙ্গবন্ধু কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছেন । যা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম এক হৃদয়বিদারক ক্ষমাহীন কলঙ্কিত ঘটনা।

এসব ঘটনার আগে বঙ্গবন্ধুকে অনেক মিত্রই সতর্ক করেছিলেন এমনকি আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট তখনকার দিনের তুখোড় ছাত্রনেতা এবং এমপি আব্দুল হামিদও বলেছিলেন। কিন্তু অকুতোভয় উদার আত্মবিশ্বাসী মানুষটি উপেক্ষা করেছিলেন সব সতর্কবাণী। বলেছিলেন ওরা আমার সন্তান আমার কোন ক্ষতি করবেনা।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লোভ সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র আর পাকিস্তানি সিআইএর গোপন তৎপরতা তাদের এদেশীয় দোসররা স্বার্থন্বেষী বিপথগামী কিছু সেনাবাহিনীর সদস্য এবং বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের প্রাণের রাজনীতিবিদদের অন্যতম খলনায়ক খন্দকার মোশতাকএবং মেজর জিয়াসহ কিছু বিপথগামী সেনা অফিসার দিয়ে ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সহ সপরিবারে ১৮ জনকে হত্যা করা হয় ।

বঙ্গবন্ধু তার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ১০ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের ভগ্নিপতি কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত ভাগ্নে যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তার সন্তানসম্ভ্যবা স্ত্রী আরজু মনি বেবী সেরনিয়াবাত সুকান্ত বাবু আরিফ আব্দুল নাঈম খান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব কর্নেল জামিল শাহাদাত বরণ করেন। (চলবে)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদার জুড়ানপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের ভ্রাম্যমাণ অভিযান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর বাজারে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের ভ্রাম্যমাণ অভিযান চালিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৭ আগস্ট সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ এর নেতৃত্বে এই ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় জুড়ানপুর বাজারে ফার্মেসি, সারের দোকান,কসমেটিকস দোকানসহ বিভিন্ন দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এই অভিযানে মেসার্স মোল্লা মেডিক্যাল হল কে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অভিযোগে নগত ৫,০০০ টাকা, মেসার্স বকুল ট্রেডার্স কে মেয়াদ উত্তীর্ণ ফায়ার সার্ভিসের সনদ রাখার অভিযোগে নগত ২,০০০ টাকা ও মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স কে মেয়াদ উত্তীর্ণ এগ্রো কেমিক্যালস রাখার অভিযোগে নগত ২,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ চুয়াডাঙ্গার সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ বাজারের সকল দোকানদার, কর্মচারীদের ও সাধারণ মানুষদেরকে এই বিষয়ে সচেতন করেন।

দামুড়হুদায় পানিতে ডুবে

প্রতিবন্ধী কিশোরের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কেশবপুর গ্রামের বালি গর্তের পানিতে ডুবে আবুল বাশার খাঁন(১২) নামের প্রতিবন্ধী কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। মৃত আবুল বাশার দামুড়হুদা খাঁন পাড়ার আব্দুল মমিন খাঁনের ছেলে।

বৃহস্পতিবার সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন।

দামুড়হুদা সদর ইউপির সাবেক মেম্বর ও পরিবারের লোকজন জানান, গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে আবুল বাশার বাড়ী থেকে বের হয়ে আর বাড়ী ফেরেনি।

সারাদিন বহু খোঁজা খুঁজি করেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গ্রামের ছেলেরা ঐ বালি গর্তে মাছ ধরতে গিয়ে প্রতিবন্ধী কিশোরের মরদেহ পানিতে ভাসতে দেখে গ্রামে খবর দিলে স্থানীয়রা ও পরিবারের লোকজন সকাল ১০টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে বাড়ীতে নিয়ে আসে।

পরিবারের লোকজনসহ স্থানীয়রা ধারনা করছেন বালি গর্তের ধারে ঘুরতে গিয়ে অসাবধানতা বসত পানিতে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১৫ দিনের জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী এই আদেশ দেন।

মাদক ব্যবসায়ী হলেন, উপজেলার কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত

জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ। দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের আসাননগর কপাটের কাছে থানার এসআই সুফল ও এএসআই কামরুল ইসলাম ওঁৎ পেতে থাকেন। মাদক ব্যবসায়ী কৌশল অবলম্বন করে নেশা জাতীয় ইনজেকশন বিক্রির সময় পুলিশ তাকে আটক করে।

নেশা জাতীয় ইনজেকশন ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১৫ দিনের করে জেল দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।